ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৪র্থ পত্র: আত তাফসীরুল মুয়াসির-২

مجموعة (أ) : ترجمة الايات مع التفسير

সুরা আত তাওবা : سورة التوبة

প্রশ্ন : ১। আয়াত নং ১ - ৩ :

براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين - فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجزى الله وان الله مخزى الكفرين - واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله برىء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم-

প্রশ্ন : ২। আয়াত নং ৪ - ৫ :

الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين - فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم-

প্রশ্ন : ৩। আয়াত নং ১১ - ১৩ :

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم في الدين ونفصل الايت لقوم يعلمون - وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون - الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين-

প্রশ্ন : ৪। আয়াত নং ১৭ - ১৯ :

ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خلدون - انما يعمر مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين - اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدى القوم الظلمين-

প্রশ্ন : ৫। আয়াত নং ২৫ - ২৭ :

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين - ثم انزل الله سكينته

على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكفرين - ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم-

প্রশ্ন : ৬। আয়াত নং ২৮ - ৩১ :

يايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم - قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون - وقالت اليهود عزير ن ابن الله وقالت النصرى المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بافواههم ج يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ط قاتلهم الله ج انى يؤفكون - اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ج وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا ج لا اله الا هو ط سبحانه عما يشركون-

প্রশ্ন : ৭। আয়াত নং ৩৮ - ৪০ :

يايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ط ارضيتم بالحيوة الدنيا من الاخرة ج فما متاع الحيوة الدنيا في الاخرة الا قليل- الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما لا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ط والله على كل شيء قدير- الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ج فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ط وكلمة الله هي العليا ط والله عزيز حكيم-

প্রশ্ন : ৮। আয়াত নং ৬০ - ৬২ :

انما الصدقات للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل ط فريضة من الله ط والله عليم حكيم - ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو اذن ط قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم ط والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم - يحلفون بالله لكم ليرضوكم ج والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين-

প্রশ্ন : ৯। আয়াত নং ১০৭ - ১০৯ :

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ط وليحلفن ان اردنا الا الحسنى ط والله يشهد انهم لكذبون - لا تقم فيه ابدا ط لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه ط فيه رجال يحبون ان يتطهروا ط والله يحب المطهرين - افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به

في نار جهنم ط والله لايهدى القوم الظلمين - لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم ط والله عليم حكيم-

প্রশ্ন : ১০। আয়াত নং ১২৩ - ১২৫ :

يايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ط واعلموا ان الله مع المتقين - واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا ج فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون - واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كفرون-

প্রশ্ন-১ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ১-৩ (براءة من الله ورسوله... الى... عذاب اليم)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): আলোচ্য আয়াতগুলো সূরা আত তাওবার প্রারম্ভিক আয়াত। নবম হিজরিতে অবতীর্ণ এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) মুশরিকদের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের (বারা'আত) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। একে ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলা হয়।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-১): আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা ঐসব মুশরিকদের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। **(আয়াত-২):** সুতরাং (হে মুশরিকরা!) তোমরা দেশে চার মাসকাল বিচরণ কর এবং জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। **(আয়াত-৩):** আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি (সাধারণ) ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। এখন যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। আর (হে নবী!) কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ১-এর ব্যাখ্যা: এই আয়াতে 'বারা'আত' (براءة) বা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের যে মৈত্রী চুক্তি বা নিরাপত্তা চুক্তি ছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা

থেকে দায়মুক্ত হলেন। তবে যাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ছিল এবং তারা চুক্তি লঙ্ঘন করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে (যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত)।

আয়াত ২-এর ব্যাখ্যা: এখানে মুশরিকদের 'চার মাস' (اربعة اشهر) সময় দেওয়া হয়েছে। এটি ১০ই জিলহজ্জ থেকে ১০ই রবিউস সানি পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যে তারা নিজেদের নিরাপত্তা ও গন্তব্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সাথে সাথে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে অক্ষম (معجزى الله) করতে পারবে না, অর্থাৎ পালানোর কোনো পথ নেই।

আয়াত ৩-এর ব্যাখ্যা: 'হজ্জে আকবর' বা মহান হজ্জের দিনে (يوم الحج الاكبر) সর্বসাধারণের মাঝে ঘোষণাটি প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবম হিজরিতে হযরত আলী (রা.)-এর মাধ্যমে এই ঘোষণা মক্কায় প্রচার করা হয়। মূল কথা হলো—ঈমান ও কুফরের সহাবস্থান আর সম্ভব নয়।

৪. উপসংহার (خاتمة): এই আয়াতগুলোর মূল শিক্ষা হলো—শিরক ও কুফরের সাথে আপস করা মুমিনের শান নয়। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে বা বিশ্বাসঘাতকতা করলে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা ঈমানের দাবি।

প্রশ্ন-২ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ৪-৫ (الا الذين عاهدتم... الى... غفور رحيم)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হলেও, আলোচ্য আয়াতে সেইসব মুশরিকদের জন্য ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে যারা চুক্তি রক্ষা করেছে। এরপর 'হারাম মাস' অতিবাহিত হওয়ার পর মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের চূড়ান্ত নির্দেশ বা 'আয়াতুস সাইফ' বর্ণিত হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-৪): তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে চুক্তির কোনো কমতি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের চুক্তি তাদের মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। **(আয়াত-৫):** অতঃপর যখন

নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর, তাদের পাকড়াও কর, তাদের অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁত পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ৪-এর ব্যাখ্যা: ইসলাম ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম। তাই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যেসব মুশরিক গোত্র চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেনি এবং মুসলমানদের শত্রুদের সাহায্য করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা পূর্ণ করতে হবে (فاتموا اليهم عهدهم)। এটি মুত্তাকীদের গুণ।

আয়াত ৫-এর ব্যাখ্যা: এই আয়াতটিকে 'আয়াতুস সাইফ' বা তরবারির আয়াত বলা হয়। 'নিষিদ্ধ মাস' (الاشهر الحرم) অতিক্রান্ত হওয়ার পর, অর্থাৎ চার মাসের সময়সীমা শেষ হলে, ইসলামবিদ্বেষী মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের মুক্তির শর্ত হিসেবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে: ১. তওবা করা (ঈমান আনা), ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে এই আমলগুলো করে, তবে তারা মুসলমানদের দ্বীনি ভাই হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে।

৪. উপসংহার (خاتمة): ইসলাম একদিকে যেমন চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অন্যদিকে আল্লাহদ্রোহী ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করতেও আপসহীন। তবে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ সর্বদা উন্মুক্ত।

প্রশ্ন-৩ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ১১-১৩ (فان تابوا واقاموا الصلوة... الى... ان كنتم مؤمنين)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): আলোচ্য আয়াতসমূহে নও-মুসলিমদের মর্যাদা এবং চুক্তি ভঙ্গকারী কাফের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেশান্তরের যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তার প্রেক্ষিতে মুমিনদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-১১): অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা দ্বীনের মধ্যে তোমাদের ভাই। আর আমি জ্ঞানীদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি। **(আয়াত-১২):** আর যদি তারা তাদের চুক্তির পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কটুক্তি করে, তবে কুফরের নেতাদের (আইম্মাতুল কুফর) সাথে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই তাদের কসমের কোনো মূল্য নেই; যাতে তারা নিবৃত্ত হয়। **(আয়াত-১৩):** তোমরা কি এমন কওমের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের কসম ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেওয়ার সংকল্প করেছে? অথচ তারাই তোমাদের সাথে প্রথম (বিবাদ) শুরু করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ আল্লাহই ভয়ের অধিক হকদার, যদি তোমরা মুমিন হও।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ১১-এর ব্যাখ্যা: এখানে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। রক্ত বা বংশের সম্পর্ক নয়, বরং ঈমান, সালাত ও যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাতের ভাই (اخوانكم في الدين) হিসেবে গণ্য হয়।

আয়াত ১২-এর ব্যাখ্যা: যারা চুক্তির পর বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ বা কটুক্তি (طعنوا في دينكم) করে, তাদের 'আইম্মাতুল কুফর' বা কুফরের সর্দার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের হত্যা করা বা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, কারণ এদের কোনো প্রতিশ্রুতির মূল্য নেই।

আয়াত ১৩-এর ব্যাখ্যা: এখানে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত করা হয়েছে। কাফেরদের তিনটি অপরাধ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে: ১. তারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছে (نكثوا ايمانهم)। ২. তারা রাসূল (সা.)-কে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল (هموا باخراج الرسول)। ৩. তারাই প্রথমে যুদ্ধের সূচনা করেছে (بدؤكم اول مرة)। তাই আল্লাহকে ভয় করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া মুমিনদের কর্তব্য।

৪. উপসংহার (خاتمة): দ্বীনের ব্যাপারে বিদ্রূপকারীদের কোনো ছাড় নেই। ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ঈমানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং আল্লাহর দুশমনদের ভয় না করে কেবল আল্লাহকেই ভয় করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন-৪ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ১৭-১৯ (ما كان للمشركين... الى... القوم الظلمين)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): এই আয়াতগুলোতে মসজিদ আবাদ করা বা রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা এবং আমলের কবুলিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুশরিকরা কাবা শরিফের খাদেম হওয়ার অহংকার করত, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতগুলোতে তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেছেন।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-১৭): মুশরিকদের এই অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, অথচ তারা নিজেদের কুফরের ব্যাপারে নিজেরাই সাক্ষী। এদের আমলসমূহ বরবাদ হয়েছে এবং এরা আগুনেই চিরকাল থাকবে। **(আয়াত-১৮):** নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করেছে, যাকাত আদায় করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেনি। অতএব আশা করা যায়, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। **(আয়াত-১৯):** তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারাম আবাদ করাকে ঐ ব্যক্তির আমলের সমান মনে কর, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে? আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা সমান নয়। আর আল্লাহ জালিম কওমকে হেদায়েত দেন না।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ১৭-এর ব্যাখ্যা: মুশরিকরা দাবি করত যে তারা বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাই তারা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বলছেন, শিরক ও কুফরের সাথে কোনো নেক আমল কবুল হয় না। তাদের আমলগুলো (যেমন- মেহমানদারি, মসজিদ সেবা) বাতিল বা 'হাবত' (حبطت اعمالهم) হয়ে গেছে।

আয়াত ১৮-এর ব্যাখ্যা: মসজিদ নির্মাণের বা আবাদের প্রকৃত হকদার তারা, যাদের মধ্যে ঈমান ও আমল আছে। 'মসজিদ আবাদ' বলতে বাহ্যিক নির্মাণ এবং ইবাদতের মাধ্যমে আত্মিক আবাদ—উভয়টিই বোঝায়। এর জন্য শর্ত হলো: ঈমান, সালাত, যাকাত এবং একমাত্র আল্লাহর ভয় (খাশইয়াত)।

আয়াত ১৯-এর ব্যাখ্যা: এই আয়াতে আমলের মর্যাদার তারতম্য বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) সহ অনেকে হাজীদের পানি পান করানো

(সিকায়া) ও কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকে বড় ইবাদত মনে করতেন। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা এর চেয়ে অনেক বেশি। ঈমানবিহীন সেবা আল্লাহর কাছে মূল্যহীন।

৪. উপসংহার (خاتمة): ঈমানই হলো আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। মসজিদ পরিচালনার অধিকার কেবল মুত্তাকী পরহেজগার মুমিনদের, মুশরিকদের নয়। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও ঈমানের মর্যাদা হাজীদের পানি পান করানোর চেয়েও উচ্চে।

প্রশ্ন-৫ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ২৫-২৭ (لقد نصركم الله في مواطن... الى... والله غفور رحيم)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): আলোচ্য আয়াতগুলোতে হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনা এবং মহান আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংখ্যাধিক্য নয়, বরং আল্লাহর ওপর ভরসাই যে বিজয়ের মূল চাবিকাঠি—এই শিক্ষা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-২৫): আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও; যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। **(আয়াত-২৬):** অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর স্বীয় 'সাকিনা' (প্রশান্তি) নাজিল করলেন এবং এমন এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তিনি কাফেরদের শাস্তি দিলেন; এটাই কাফেরদের কর্মফল। **(আয়াত-২৭):** এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তওবা করার তৌফিক দেন (ক্ষমা করেন)। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ২৫-এর ব্যাখ্যা: অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল বারো হাজার, যা কাফেরদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। মুসলমানদের মনে ক্ষণিকের জন্য গর্ব এসেছিল যে,

"আজ আমরা সংখ্যায় কম বলে হারব না।" কিন্তু যুদ্ধের শুরুতে হাওয়াযিন গোত্রের অতর্কিত তীরে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন যে, সংখ্যার বড়াই কোনো কাজে আসে না (فلم تغن عنكم شيئا)।

আয়াত ২৬-এর ব্যাখ্যা: বিপর্যয়ের মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও কিছু সাহাবী অটল ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের ওপর 'সাকিনা' বা বিশেষ প্রশান্তি নাযিল করেন এবং ফেরেশতাদের অদৃশ্য বাহিনী (جنودا لم تروها) পাঠিয়ে সাহায্য করেন, ফলে কাফেররা পরাজিত হয়।

আয়াত ২৭-এর ব্যাখ্যা: যুদ্ধের পর হাওয়াযিন গোত্রের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, শিরক করার পরও কেউ খাঁটি তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।

৪. উপসংহার (خاتمة): সংখ্যার আধিক্য বিজয়ের মাপকাঠি নয়, বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসাই মুমিনের বিজয়ের হাতিয়ার।

প্রশ্ন-৬ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ২৮-৩১ (يايها الذين امنوا انما المشركون... الى... سبحانه عما يشركون)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): এই আয়াতগুলোতে মক্কার হারাম শরীফের পবিত্রতা রক্ষা, আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-২৮): হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। **(আয়াত-২৯):** তোমরা আহলে কিতাবদের মধ্যে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না; যতক্ষণ না তারা নত হয়ে

নিজ হাতে জিজিয়া (কর) প্রদান করে। **(আয়াত-৩০):** ইহুদিরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র' এবং নাসারারা (খ্রিস্টানরা) বলে, 'মসীহ (ঈসা) আল্লাহর পুত্র'। এটি তাদের মুখের কথা মাত্র। তারা তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের কথার সাদৃশ্য অবলম্বন করে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? **(আয়াত-৩১):** তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহ ছাড়া কারো ইবাদত করার আদিষ্ট ছিল না। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তারা যা শরিক করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ২৮-এর ব্যাখ্যা: নবম হিজরিতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। মুশরিকরা 'নাসাস' বা অপবিত্র—এর অর্থ তাদের আকিদা ও মনন অপবিত্র। তাই হজ্জ বা ওমরাহ করতে তাদের কাবা চত্বরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুশরিকদের ব্যবসা বন্ধ হলে অভাব দেখা দিতে পারে—এই আশঙ্কায় আল্লাহ মুমিনদের আশ্বস্ত করেছেন যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে বিকল্প রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

আয়াত ২৯-এর ব্যাখ্যা: এখানে আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) যারা ইসলামের বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে তারা যদি ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে 'জিজিয়া' (নিরাপত্তা কর) দিতে সম্মত হয়, তবে তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে।

আয়াত ৩০-৩১ এর ব্যাখ্যা: আহলে কিতাবরা তাওহীদ থেকে সরে গিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। ইহুদিরা হযরত উযাইর (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে। এছাড়া তারা তাদের ধর্মযাজকদের হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে তাদের 'রব' বা প্রভুর আসনে বসিয়েছে। অথচ বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ।

৪. উপসংহার (خاتمة): হারাম শরীফ কেবল তাওহীদপন্থীদের জন্য। শিরক মিশ্রিত কোনো বিশ্বাস বা আকিদা আল্লাহ গ্রহণ করেন না, চাই তা আহলে কিতাবদেরই হোক না কেন।

প্রশ্ন-৭ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ৩৮-৪০ (يايها الذين امنوا ما لكم... الى... والله عزيز حكيم)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): নবম হিজরিতে প্রচন্ড গরম ও অভাবের সময় তাবুক যুদ্ধের ডাক আসে। কিছু মানুষ জিহাদে যেতে গড়িমসি করছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং হিজরতের সময় গুহার ঘটনার উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে একা অবস্থাতেও সাহায্য করতে সক্ষম।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-৩৮): হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের বলা হয় 'আল্লাহর রাস্তায় বের হও', তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাক? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়েছ? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী অতি নগণ্য। **(আয়াত-৩৯):** যদি তোমরা বের না হও, তবে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। **(আয়াত-৪০):** যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন; তখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন, 'চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ তাঁর ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন যা তোমরা দেখনি। আর তিনি কাফেরদের মুখের কথাকে নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহর কথাই হলো সবার ওপরে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ৩৮-৩৯ এর ব্যাখ্যা: তাবুক যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে যারা অলসতা করছিল, তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। দুনিয়ার মোহ যেন আখেরাতের অনন্ত সুখ থেকে বঞ্চিত না করে, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ এই জাতিকে ধ্বংস করে নতুন জাতি আনতে পারেন (ইস্তিবদাল)—এই হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আয়াত ৪০-এর ব্যাখ্যা: মক্কা থেকে হিজরতের সময় সাওর পর্বতের গুহায় রাসূল (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) আত্মগোপন করেছিলেন। কাফেররা গুহার মুখে চলে এসেছিল। আবু বকর (রা.) ভীত হলে রাসূল (সা.) বলেছিলেন, 'লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা' (ভয় পেয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন)। এই আয়াতে সেই ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মানুষের সাহায্য ছাড়াও আল্লাহ তাঁর দ্বীন ও রাসূলকে বিজয়ী করতে সক্ষম।

৪. উপসংহার (خاتمة): দ্বীনের প্রয়োজনে জান-মাল নিয়ে বেরিয়ে পড়া ঈমানের দাবি। আল্লাহ কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, বরং দ্বীনের কাজে অংশ নেওয়া বান্দার নিজেরই সৌভাগ্য।

প্রশ্ন-৮ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ৬০-৬২ (انما الصدقات للفقراء... الى... ان كانوا مؤمنين)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): এই আয়াতগুলোতে যাকাত ব্যয়ের নির্দিষ্ট খাতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং মুনাফিকদের ধৃষ্টতা ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-৬০): নিশ্চয়ই সাদাকা (যাকাত) হলো ফকীর, মিসকীন, এর আদায়কারী কর্মচারী ও যাদের চিত্ত জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য এবং দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। **(আয়াত-৬১):** আর তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে তো কানকথা শোনে (ওজুন)।' আপনি বলুন, 'সে তোমাদের জন্য যা কল্যাণকর তাই শোনে; সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং মুমিনদের বিশ্বাস করে। আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে সে তাদের জন্য রহমতস্বরূপ।' যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। **(আয়াত-৬২):** তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায় যাতে তোমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সন্তুষ্টির অধিক হকদার, যদি তারা মুমিন হতো।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ৬০-এর ব্যাখ্যা: এখানে যাকাতের ৮টি খাত বা 'মাসারিফ' নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে: ১. ফকীর (যার কিছুই নেই), ২. মিসকীন (যার প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য সম্পদ আছে), ৩. আমেলীন (যাকাত আদায়কারী), ৪. মুআল্লাফাতুল কুলুব (যাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন—বর্তমানে এই খাতটি রহিত বা বিশেষ শর্তসাপেক্ষ), ৫. রিকাব (দাসমুক্তি), ৬. গারেমীন (ঋণগ্রস্ত), ৭. ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত বা দ্বীনি কাজে লিপ্ত), ৮. ইবনুস সাবিল (নিঃস্ব মুসাফির)। এই খাতগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, এতে কারো কমবেশি করার অধিকার নেই।

আয়াত ৬১-৬২ এর ব্যাখ্যা: মুনাফিকরা রাসূল (সা.)-এর সমালোচনা করত এবং বলত তিনি সবার কথাই বিশ্বাস করেন (কান পাতলা)। আল্লাহ এর জবাবে বলেন, রাসূল (সা.) কেবল সত্য ও কল্যাণের কথাই শোনেন। তিনি মুমিনদের জন্য রহমত। মুনাফিকরা মিথ্যা কসম খেয়ে মানুষকে খুশি করতে চায়, কিন্তু মুমিনের লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি।

৪. উপসংহার (خاتمة): যাকাত একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ইবাদত যা ইচ্ছামতো ব্যয় করা যায় না। আর রাসূল (সা.)-এর শানে বেয়াদবি বা তাঁকে কষ্ট দেওয়া কুফরি এবং জাহান্নামের কারণ।

প্রশ্ন-৯ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ১০৭-১০৯ (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا... الى... والله عليم حكيم)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): আলোচ্য আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। মদিনার মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং ইসলামের শত্রুদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 'মসজিদে জিরার' নির্মাণ করেছিল। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতসমূহে সেই মসজিদ ধ্বংস করার নির্দেশ দেন এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের ফযিলত বর্ণনা করেন।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-১০৭): আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরি ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ ব্যক্তির

(আবু আমের আর-রাহিব) ঘাঁটিস্বরূপ যে পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করেছে; তারা অবশ্যই কসম খাবে যে, 'আমরা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই ইচ্ছা করিনি'। অথচ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। **(আয়াত-১০৮):** (হে নবী!) আপনি কখনোই সেখানে দাঁড়াবেন না (সালাত আদায় করবেন না)। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত (মসজিদে কুবা), তাই আপনার দাঁড়ানোর অধিক হকদার। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পবিত্রতা অর্জনকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। **(আয়াত-১০৯):** যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির ওপর স্থাপন করে সে উত্তম, নাকি ঐ ব্যক্তি যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে কোনো গর্তের পতনোন্মুখ কিনারের ওপর, যা তাকেসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ১০৭-এর ব্যাখ্যা: মদিনার মুনাফিকরা আবু আমের নামক এক খ্রিস্টান পাদ্রীর প্ররোচনায় 'মসজিদে কুবা'র অদূরে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। বাহ্যত তারা অসুস্থ ও দুর্বলদের সালাত আদায়ের কথা বললেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ক্ষতি করা (ضرارا), কুফরি করা (كفرا) এবং জামাত বিভক্ত করা (تفريقا)। তাবুক যুদ্ধের আগে তারা রাসূল (সা.)-কে সেখানে নামাজ পড়ার আমন্ত্রণ জানায়। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাদের গোপন চক্রান্ত ফাঁস করে দেন।

আয়াত ১০৮-এর ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.)-কে ঐ ষড়যন্ত্রের মসজিদে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেন (لا تقم فيه ابدا)। এর বিপরীতে 'মসজিদে কুবা' বা 'মসজিদে নববী'-কে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ হিসেবে উল্লেখ করে সেখানে ইবাদত করার নির্দেশ দেন। এই আয়াতে কুবা বা মদিনার আনসারদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা পানি ও ঢিলা-কুলুপ উভয়টি ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তমরূপে পবিত্রতা (ইস্তিঞ্জা) অর্জন করতেন।

আয়াত ১০৯-এর ব্যাখ্যা: এখানে একটি চমৎকার উপমা দেওয়া হয়েছে। মুমিনের মসজিদ বা আমল হলো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দালানের মতো, যার ভিত্তি হলো তাকওয়া। আর মুনাফিকদের মসজিদ বা আমল হলো নদীর পাড়ের ভাঙন ধরা গর্তের কিনারে (شفا جرف هار) নির্মিত ঘরের মতো, যা যেকোনো সময় ধসে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪. উপসংহার (خاتمة): ইসলামে বাহ্যিক আমলের চেয়ে নিয়ত বা উদ্দেশ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লোকদেখানো বা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তা ধ্বংসযোগ্য। এই আয়াত থেকে 'মসজিদে জিরার' ধ্বংসের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন-১০ আয়াত: সূরা আত তাওবা, আয়াত ১২৩-১২৫ (يايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم... الى... وماتوا وهم كفرون)

উত্তর:

১. উপস্থাপনা (مقدمة): আলোচ্য আয়াতগুলোতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কৌশল এবং কুরআন নাযিলের পর মুমিন ও মুনাফিকদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিকটবর্তী শত্রুদের সাথে আগে মোকাবেলা করা এবং কুরআনের আয়াত শুনে ঈমান বৃদ্ধি বা কুফরি বৃদ্ধির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

২. অনুবাদ (ترجمة): (আয়াত-১২৩): হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। **(আয়াত-১২৪):** আর যখন কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ বলে, 'এটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল?' অতএব যারা মুমিন, নিশ্চয়ই এটি তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়। **(আয়াত-১২৫):** পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটি তাদের অপবিত্রতার সাথে আরও অপবিত্রতা যুক্ত করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

৩. তাফসীর (تفسير): আয়াত ১২৩-এর ব্যাখ্যা: ইসলামি জিহাদের একটি রণকৌশল হলো, প্রথমে নিকটবর্তী শত্রুর মোকাবেলা করা, তারপর দূরের শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়া (الاقرب فالاقرب)। তাই মদিনার আশেপাশে অবস্থানরত রোমান বা অন্য গোত্রগুলোর সাথে আগে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের আচরণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুরা যেন তাদের মধ্যে কঠোরতা ও দৃঢ়তা (غلظة) দেখতে পায়। কোমলতা দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে আপসহীন হতে হবে।

আয়াত ১২৪-এর ব্যাখ্যা: যখন কুরআনের কোনো নতুন সূরা বা আয়াত নাযিল হতো, তখন সাহাবায়ে কেরাম খুশি হতেন এবং তাদের ইয়াকিন বা বিশ্বাস আরও মজবুত হতো। কারণ, নতুন ওহী মানেই নতুন হেদায়েত ও আল্লাহর রহমত।

আয়াত ১২৫-এর ব্যাখ্যা: কিন্তু মুনাফিকরা নতুন আয়াত শুনে বিদ্রূপ করত এবং বলত, এসব কথা কার ঈমান বাড়াল? আল্লাহ বলছেন, তাদের অন্তরে কুফরির রোগ (مرض) আগে থেকেই ছিল, নতুন আয়াত অস্বীকার করার ফলে তাদের সেই রোগ বা নাপাকি (رجس) আরও বেড়ে যায়। কুরআনের আয়াত মুমিনদের জন্য যেমন শেফা বা আরোগ্য, তেমনি অবিশ্বাসীদের জন্য তা দুর্ভাগ্য ও ক্ষতির কারণ। পরিণামে তারা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

৪. উপসংহার (خاتمة): কুরআন মাজিদ মুমিনদের জন্য রহমত এবং ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম, কিন্তু বিদ্বেষপরায়ণ মুনাফিকদের জন্য তা আযাবের কারণ। ইসলামি রাষ্ট্রে শত্রুদের মোকাবেলায় কঠোরতা ও আল্লাহর ওপর ভরসা (তাকওয়া) বিজয়ের চাবিকাঠি।